তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭২৭

**গুজব ছড়ালে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে গুজব ছড়ানো হলে বা গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছুটি রয়েছে আগামী ৬ আগস্ট পর্যন্ত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আনুষ্ঠানিকভাবে বা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। এ বিষয়ে আগে থেকেই কেউ কোনো গুজব ছড়ালে, মিথ্যা প্রচারণা চালালে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, ‘সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক শ্রেণির মানুষ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মিথ্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ঈদের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। অথচ আমাদের নাম দিয়ে কখনও জাতীয় শিক্ষা বোর্ড নামে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষা বোর্ড নামে কোনো শিক্ষা বোর্ড নেই।’

ডা. দীপু মনি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন থাকতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, যখন সময় হবে আমরা গণমাধ্যমের সাহায্যে জানিয়ে দেবো, কখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হবে, কখন পরীক্ষা নেয়া হবে।

জেলা প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও র‌্যাবকে এ সংক্রান্ত গুজব ও মিথ্যা প্রচারণাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী।

#

খায়ের/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭২৬

কমনওয়েলথ মিনিস্টিরিয়াল ফোরাম অন স্পোর্ট এন্ড

কোভিড-১৯ বিষয়ক সভায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

আজ কমনওয়েলথ সচিবালয় আয়োজিত Commonwealth Ministerial Forum on Sport and COVID-19 বিষয়ক এক জরুরি ভার্চুয়াল সভায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল অংশগ্রহণ করেন। কেনিয়ার ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী ড. আমিনা মোহাম্মদের সভাপতিত্বে এ ভার্চুয়াল সভায় কমনওয়েলথের মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড কিউসি ও কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের ক্রীড়া মন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল করোনা পরিস্থিতির এ দুঃসময়ে বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনকে সচল করার লক্ষ্যে কমনওয়েলথ সচিবালয় কর্তৃক কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের ক্রীড়ামন্ত্রীদের নিয়ে ভার্চুয়াল সভা আয়োজনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং COVID-19 পরিস্থিতিতে এমন একটি সুন্দর আয়োজন করায় কমনওয়েলথ সচিবালয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং নির্দেশনায় কোভিড-১৯ মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অনেক স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, জিমনেসিয়াম ও শুটিং কমপ্লেক্স কোয়ারেন্টিন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থাপনাসমূহ খেলাধুলা পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন থেকে খেলোয়াড়দের ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক ও কোচদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়াও করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্রীড়াবিদদের সরকারের পক্ষ হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত আছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্পোর্টসকে মাঠে নিতে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলে প্রতিমন্ত্রী জানান।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে স্পোর্টসের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার আহবান জানিয়ে বলেন, সময় এসেছে মাঠে খেলা ফেরাতে কমনওয়েলথভুক্ত সকল রাষ্ট্রসমূহকে একযোগে কাজ করার। প্রয়োজনে এমন একটি ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরি করতে হবে যেখান থেকে অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

#

আরিফ/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭২৫

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনে প্রধানমন্ত্রীর ১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান

-- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

ক্রীড়াবিদ, কোচ ও সংগঠকদের কল্যাণে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ তথ্য জানান।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, অসচ্ছল ক্রীড়াবিদ, কোচ ও সংগঠকদের জন্য গঠিত বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনে বঙ্গবন্ধুকন্যা এ অনুদান দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পরই অসচ্ছল ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের কল্যাণে এ ফাউন্ডেশনটি গড়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

উল্লেখ্য, গত ৯ জুলাই বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় ১ হাজার ১৫০ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে বছরব্যাপী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা মাসে দুই হাজার টাকা করে বছরে ২৪ হাজার টাকা ভাতা পাবেন।

প্রধানমন্ত্রীর দেয়া এই ১০ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে রেখে তার লভ্যাংশ থেকে অসহায় ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের সহায়তা করা হবে বলে জানিয়েছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী।

#

আরিফ/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৩০ঘণ্টা

Handout Number : 2724

**Foreign Minister sought support of Saudi**

**Arabia to create the OIC COVID-19 Response and Recovery Fund**

Dhaka, 23 July :

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen sought support of Saudi Arabia to create a voluntary OIC COVID-19 Response and Recovery Fund by OIC willing member countries.

Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al-Saud called Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen yesterday.

Foreign Minister requested Prince Faisal to employ Bangladeshi workers in the agriculture sector of Saudi Arabia. Dr. Momen also requested public and private investors of Saudi Arabia to invest in the livestock sector in Bangladesh to process beef and chicken. The Foreign Minister also requested his Saudi counterpart to import halal beef and chicken from Bangladesh. In addition, Dr. Momen appraised Prince Faisal about Bangladesh’s capacity to produce good quality PPEs and expressed Bangladesh’s capacity to export them.

Dr. Momen sought Saudi support in repatriating 1.1 million Rohingyas who were forcefully displaced from Myanmar to Bangladesh.

Saudi Foreign Minister enquired about the COVID situation in Bangladesh. Dr. Momen briefed Prince Faisal about the current COVID situation in Bangladesh.

#

Tohidul/Farhana/Sanjib/Joynul/2019/1950hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭২৩

বন্যায় এ পর্যন্ত মানবিক সহায়তা হিসেবে ১১ হাজার ৭১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যা-সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহাযতা হিসেবে বিতরণের জন্য ৩১টি জেলায় ১১ হাজার ৭১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, মযমনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ¥ীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, মেহেরপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ ।

এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে বিতরণের জন্য ৩ কোটি ২৯ লাখ টাকা নগদ, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ৭০ লাখ টাকা, ৩০০ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ মঞ্জুরি বাবদ ৯ লাখ টাকা এবং ১ লাখ ১২ হাজার শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

#

সেলিম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭২২

ঢাকার মধ্যকার খালগুলো দিয়ে ছোট ছোট নৌযান চলার সুযোগ হবে

- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, ঢাকা শহরের চারপাশের নদী তীরের অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। দূষণমুক্তও করা হবে। দূষণমুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী মাস্টার প্লানের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছেন। এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সমন্বিতভাবে কাজ চলছে।

আজ বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক উচ্ছেদকৃতস্থান তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষা নদী তীরে সীমানা পিলার ও তীররক্ষা কার্যক্রম নৌপথে পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঢাকা শহরের খালগুলো দখল ও দূষণ মুক্ত করতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা ওয়াসার যে ধরনের সাপোর্ট দেয়ার কথা ছিল সেটি গত দেড় বছরে পাওয়া যায়নি। বর্তমান ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র খালগুলোর দখল ও দূষণ মুক্ত করতে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন সমন্বিতভাবে কাজ করে খালগুলোর প্রবাহ ঠিক রাখা সম্ভব হবে। মাস্টারপ্লান অনুযায়ী কাজ হলে শুধু ঢাকার চারপাশে নয়, ঢাকার মধ্যকার খালগুলো দিয়েও ছোট ছোট নৌযান চলার সুযোগ হবে।

পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী পূর্বাচলের হরদি বাজার এলাকায় গাছের চারা রোপণ করেন।

এ সময় বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, সদস্য (অপারেশন) নুরুল আলম এবং সদস্য (প্রকৌশল) ড. এ কে এম মতিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭২১

উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিপণনের জন্য

বিসিক ও ঐক্য ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইন মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ঐক্য স্টোরের মাধ্যমে বিপণনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এবং ঐক্য ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, সেমিনার, কর্মশালা, গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন-সহ বিসিকের কার্যক্রমের প্রচার প্রচারণায় এক সাথে কাজ করবে বিসিক ও ঐক্য ফাউন্ডেশন। বিসিকের কর্মকাণ্ড প্রচার প্রচারণায় ঐক্য ফাউন্ডেশনের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে চ্যানেল আই সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।

আজ ঢাকায় বিসিক সম্মেলন কক্ষে বিসিকের পক্ষে বিসিক সচিব মোস্তাক আহমেদ এবং ঐক্য ফাউন্ডেশনের পক্ষে চেয়ারম্যান দেওয়ান মাহফুজুল হক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিসিক চেয়ারম্যান বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে দেশের কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা বিসিক কাজ করছে। আজ বিসিক ও ঐক্য ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য অলনাইনে বিপণন করতে পারবেন। উদ্যোক্তারা ঐক্য ফাউন্ডেশনের অনলাইন মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ঐক্য স্টোরের মাধ্যমে বিপণনের মাধ্যমে করোনা মহামারীর ক্ষতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে উঠতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি) ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম, পরিচালক (অর্থ) স্বপন কুমার ঘোষ, পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) মোঃ খলিলুর রহমান ও পরিচালক (বিপণন, নকশা ও কারুশিল্প) মোঃ আলমগীর হোসেন। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৭২০

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৩৯৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, এদের মধ্যে ২ হাজার ৮৫৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ১৬ হাজার ১১০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০ জন-সহ এ পর্যন্ত ২ হাজার ৮০১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ১৯ হাজার ২১০ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭১৯

পশুর হাটে স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারি নির্দেশনা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নির্দেশ

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে স্বল্প পরিসরে, যথাসম্ভব লোক সমাগম কমিয়ে বসানো কোরবানির পশুর হাটে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক দূরত্ব-সহ অন্যান্য সরকারি নির্দেশনা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের নিজ কক্ষে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২০ উপলক্ষে পশুর হাট ব্যবস্থাপনা, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি এবং দ্রুত বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকল্পে অনলাইনে এক সভায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই নির্দেশ দেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, করোনার বিস্তার রোধে পশুর হাটে লোক সমাগম কমাতে কোন বিস্তীর্ণ এলাকায় পশুর হাট বসালে ভালো হবে, নাকি ছোট ছোট করে বিভিন্ন জায়গায় বসালে ভালো হবে সবদিক বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রশাসনকে হাট আয়োজন করতে বলা হয়েছে।

অনলাইনে বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে কোরবানীর পশু কেনাবেচার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ঈদ উপলক্ষে সীমিত পরিসরে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কোরবানির পশুর হাট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পশুরহাটে কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানা হবে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। করোনা বিস্তার রোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সরকারের নির্দেশনা মেনে পশুর হাটে পশু বেচাকেনা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

পশুর হাটের স্বাস্থ্যবিধি মানা, ক্রেতা-বিক্রেতা কীভাবে পশুর হাটে আসবেন, হাট কীভাবে বসবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটি সচেতনতামূলক টেলিভিশন বিজ্ঞাপন-টিভিসি তৈরি করা হয়েছে যা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কুরবানি দিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে বর্জ্য অপসারণ করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি-সহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী।

এ সময় পশুর হাটে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক দূরত্ব ও সরকারি নির্দেশনা মেনে আয়োজন করা হবে বলে সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, বিভাগীয় কমিশনার-সহ সংশ্লিষ্ট সবাই মন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন এবং তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সঞ্চালনায় সভায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-সহ সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ অংশ নেন।

#

হায়দার/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭১৮

মৌলভীবাজারের লাঠিটিলায় সাফারি পার্ক নির্মাণ করা হবে

- পরিবেশ মন্ত্রী

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলার লাঠিটিলায় সাফারি পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এছাড়া মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের নিকট কেবল কার এবং হাকালুকি হাওড়ের উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মন্ত্রী আজ মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মোঃ শাহাব উদ্দিনের ঐচ্ছিক তহবিল এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের দুরারোগ্য রোগে আক্রান্তদের মধ্যে অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান ঢাকাস্থ সরকারি বাসভবন হতে অনলাইনে উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের এই দুঃসময়ে সরকার বিভিন্নভাবে অসহায় মানুষকে সহায়তা করছে। আজকের ঐচ্ছিক তহবিল ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনুদানের পরিমাণ কম হলেও এটা সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার প্রতিফলন। তিনি বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদেরও অনতিবিলম্বে ত্রাণ বিতরণ করা হবে। জীবন বাঁচাতে এবং বাসযোগ্য পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়ে বনমন্ত্রী বলেন, বৃক্ষ বন্যা, খরা-সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করে এবং অসময়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচলের জন্য মন্ত্রী এ সময় সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জুড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল ইমরান রুহুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বই বিতরণ অনুষ্ঠানে জুড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মোঈদ ফারুক, জুড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুল হোসেন এবং উপজেলা পরিষদের মহিলা

ভাইস-চেয়ারম্যান রঞ্জিতা শর্মা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপির ঐচ্ছিক তহবিল হতে ৭৮ জন ব্যক্তি ও ৪ টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ৪ লাখ তিন হাজার টাকার অনুদানের চেক এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৯ জন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নিকট সাড়ে ৪ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

#

দীপংকর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭১৭

**রাঙ্গুনিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান খলিলুর রহমানের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব খলিলুর রহমান চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। আজ চট্টগ্রাম মহানগরের একটি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রেখে মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ তাঁর শোকবার্তায় বলেন, প্রয়াত খলিলুর রহমান দীর্ঘ ১৫ বছর রাঙ্গুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকাকালে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবেও সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই মানুষটি জনহিতকর কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

রাঙ্গুনিয়ার সন্তান তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান আন্তরিকভাবে প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/শামীম/২০২০/১৮০৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭১৬

**হাটহাজারী স্কুলে বিজ্ঞানভবন নির্মাণ উদ্বোধন করলেন তথ্যমন্ত্রী ও ভারতের হাইকমিশনার**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে আলিপুর রহমানীয়া স্কুল এন্ড কলেজের বিজ্ঞান ভবনের নির্মাণকাজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ও ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাশ।

আজ দুপুরে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে তথ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে এবং ভারতের হাইকমিশনার তার কার্যালয় থেকে সভাপ্রধান হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সে ভারতীয় সহায়তায় এ নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন। চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের দায়িত্বে থাকা অনিন্দ্য ব্যানার্জীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন চট্টগ্রাম-৫ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহ্‌মুদ।

তথ্যমন্ত্রী এ নির্মাণ প্রকল্প এবং ইতিপূর্বেও এ ধরণের উদ্যোগ নেয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘যখনই বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্কের কথা আসে, তখনই আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক ভূমিকা, ভারতের জনগণ ও সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ ও ১৫ আগস্টের সকল শহিদ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণদানকারী ভারতীয় সেনাসদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক অকৃত্রিম এবং ঐতিহাসিক। ভারতের পার্শ্ববর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য-সহ অনেক রাজ্যে আমরা একই ভাষায় কথা বলি, একই ভাষায় কথা বলি, একই পাখির কলতান শুনি, একই নদীর অববাহিকায় আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, বেড়ে উঠেছি।

ভারত সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘ভারত- বাংলাদেশের মধ্যে বহুমাত্রিক সহযোগিতার পাশাপাশি গত ২১ জুলাই ভারতের পণ্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার আনলোড করার পর তা বাংলাদেশের সড়কপথে পরিবহণ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পৌঁছার মধ্যদিয়ে দু’দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। আমি মনে করি এটি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দেশই উপকৃত হবে।’

প্রতিবেশী দেশের উন্নয়ন ব্যতিরেকে অন্য দেশের উন্নয়ন টেকসই হয় না -এটি ভারত এবং বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছেন বিধায় আমাদের সম্পর্ক ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই আমরা বহুমাত্রিকতা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি, বলেন হাছান মাহ্‌মুদ।

সভাপ্রধান রিভা গাঙ্গুলী দাশ তার বক্তৃতায় শিক্ষা বিস্তারের কাজে যুক্ত হতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানান। আনিসুল ইসলাম মাহমুদ তার নির্বাচনি এলাকায় এ সহযোগিতার জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ দেন।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/শামীম/২০২০/১৮০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭১৫

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল দুর্যোগ মোকাবিলায় সফল**

**-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল দুর্যোগ মোকাবিলায় সফল বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকরা করোনা মোকাবিলায় সরকারের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরূপ মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেব ও বিএনপি নেতারা একই সমালোচনার বাঁশি বহুদিন ধরেই বাজাচ্ছেন, তাদের কাছে একই ঢোলের আওয়াজ আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, পৃথিবীতে যে ক’টি দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুহার খুব কম, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। এমনকি ভারত, পাকিস্তানের চেয়েও বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার অনেক কম। এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বের কারণেই এটি সম্ভবপর হয়েছে।’

বন্যা মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপগুলোর বিষয়ে বিএনপি নেতাদের সমালোচনার জবাবে   
ড. হাছান বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেবরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তারা সঠিকভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করতে পারেননি। সেই ব্যর্থতা আমরা বারংবার দেখেছি। ’৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের সময় তাদের ব্যর্থতা দেখেছি। তাদের সিদ্ধান্তহীনতা এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে সরকারের সঠিক কার্যক্রমের অভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল, হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদহানি হয়েছিল। তাদের আমলে ২০০৪ সালে বন্যার সময় দেশের মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছিল, ঢাকা শহরে সমস্ত জায়গায় পানি উঠেছিল। তারা সেই বন্যাও সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারেনি। তারা যখনই ক্ষমতায় ছিল কোনো দুর্যোগই সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারেনি।’

অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন, তার বলিষ্ঠ সাহসী এবং দূরদর্শী নেতৃত্বে সবসময় যেকোনো দুর্যোগ সঠিকভাবে মোকাবিলা করে দেখিয়েছেন এবং সেই সক্ষমতার জন্য তিনি আন্তর্জাতিকভাবেও নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী বলেন, ‘১৯৯৮ সালে দেশের ৭৫ ভাগ এলাকা পানির নিচে চলে গিয়েছিল, তিনমাস বন্যার পানি ছিল, বাংলাদেশে মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি। ২০০৭ সালের সিডর, ২০০৯ সালের আইলা-সহ অনেক দুর্যোগের সফল মোকাবিলার কথা আপনারা জানেন। আমরা ক্ষমতা আসার পর গত সাড়ে ১১ বছরে বহুবার বন্যা হয়েছে, এবছরও ঘূর্ণিঝড় হয়েছে, তখন কীভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্ঘুম রাত কাটিয়ে সেই ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা করেছেন, মানুষকে ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করা, ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন।’

বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে এবার বন্যায় অনেক প্রাণহানি হতে পারে -জাতিসংঘের এমন আশঙ্কার কথা তুলে ধরলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বন্যা নিয়ে বসবাস করি, বন্যাকে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় বাংলাদেশের মানুষ সেটি জানে। বন্যা আমাদের নিত্যসঙ্গী। যে সকল দেশ বন্যার সাথে পরিচিত নয়, জাতিসংঘের পূর্বাভাস তাদের জন্য অবশ্যই সহায়ক। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ বন্যা নিয়ে বসবাস করে, বন্যা কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় সেটি আমাদের জানা এবং আমাদের কাছ থেকে অনেকে বন্যা মোকাবিলা শিখতেও পারে।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/শামীম/২০২০/১৮০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭১৪

**করোনা মোকাবিলায় নারী ও শিশুদের জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে**

**-ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।  ঘরবন্দি নারী ও শিশুরা স্বাস্থ্য ঝুঁকি, মানসিক চাপ ও বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী কর্মীরা কর্মহীন হয়ে পড়ছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে তাদের অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার উপর। দেখা যায় যেকোন দুর্যোগের সময় নারী ও শিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতি মোকাবিলায় মন্ত্রণালয়ের করণীয় ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা মোকাবিলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ১ লাখ কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে নারীরা উপকৃত হচ্ছে। এক কোটি পরিবারকে সরকার খাদ্য সহায়তা ও শিশু খাদ্য বিতরণ করছে। করোনা মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয় থেকে নারী ও শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষায় নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

সভায় সচিব কাজী রওশন আক্তার বলেন, বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা ও কর্মহীনতা নারীর ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে। করোনার সময়ে আমাদের কার্যক্রম চলমান আছে তবে করোনা পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে।

এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভিন, অতিরিক্ত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী, নির্বাহী পরিচালক মাকসুরা নূর ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকগণ।

#

আলমগীর/ফারহানা/সঞ্জীব/শামীম/২০২০/১৮০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭১৩

**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন বিভিন্ন**

**দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে আজ ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মোঃ শহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য বলে সরকার মনে করে। এ প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। অর্থবছর শেষে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এই চুক্তির মাধ্যমে মূলত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে পদ্ধতিনির্ভর থেকে ফলাফল নির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)’ অনুযায়ী, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে আধুনিক বিশ্বের সাথে সংগতিপূর্ণ একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ (এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি), মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা (এসপিপি, এনডিসি, এমফিল, এমপিএইচ), কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন (এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং সঞ্জয় কুমার চৌধুরী, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিজ নিজ দপ্তর/সংস্থার পক্ষে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাথে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

#

অপু/ফারহানা/সঞ্জীব/শামীম/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭১২

**বাংলাদেশের এসএমইখাতের উন্নয়নে কাজ করতে আগ্রহী তুরস্ক**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের (এসএমই) উন্নয়নে তুরস্ক কাজ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তাফা ওসমান তুরান (Mr. Mustafa Osman Turan) । তিনি বলেন, এসএমই শিল্পখাতে তুরস্কের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দু'দেশের শিল্পোদ্যোক্তারাই  লাভবান হতে পারে।

আজ শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এর সাথে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত এ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এসময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগসহ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাতে তুরস্কের বিনিয়োগ, মান অবকাঠামোর উন্নয়ন, দু'দেশের মধ্যে  ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়।

বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগের মাধ্যমে এসএমই খাতের উন্নয়ন ঘটিয়ে এ সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব।  টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর এসএমইখাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে জাতীয় এসএমই নীতি প্রণয়ন করেছে। এ নীতির আওতায় উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা, প্রশিক্ষণ, বিপণন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, বাজার লিংকেজ স্থাপনসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে তুরস্কের সহযোগিতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাথে ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ বলেন, মুসলিম ভাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে তুরস্ক বাংলাদেশের সাথে আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক জোরদারে বিশেষভাবে আগ্রহী। দুই দেশেরই  দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিল্পখাতে বিদ্যমান সম্ভাবনার উপযুক্ত ব্যবহার পারস্পরিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখতে পারে। তিনি দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়ের ওপর গুরুত্ব দেন। করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের  সম্ভাবনা কাজে লাগাতে তিনি ডিজিটাল প্লাটফর্মে ম্যাচ-মেকিং ইভেন্ট এবং অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করে ফোকাসড মিটিংয়ের আয়োজনের ওপর গুরুত্ব দেন।

শিল্পমন্ত্রী এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে বলে রাষ্ট্রদূতকে জানান। এসএমই খাতের উন্নয়নে তুরস্কের যে কোনো ইতিবাচক প্রস্তাব বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সম্ভব সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

#

জলিল/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭১১

**ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ঢাকা ২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সংবাদটি**

**টেলিভিশনের স্ক্রলবারে প্রচারের অনুরোধ**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

আগামী ২৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে OIC Youth Capital 2020 International Programme উদ্বোধনের জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

**এই সংবাদটি স্ক্রলবারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।**

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২৭ জুলাই বিকাল ৪ টায় OIC Youth Capital 2020 International Programme ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে উদ্বোধন করবেন।**

#

আরিফ/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭১০

**বাংলাদেশ থেকে** **শিল্পপণ্য আমদানি বাড়াতে আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূতের প্রতি শিল্পমন্ত্রীর আহবান**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

বাংলাদেশ থেকে অধিক পরিমাণে ওষুধ, মেলামাইন, সিরামিক, প্লাস্টিক এবং চামড়া ও পাটজাত পণ্য আমদানির জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিশ্বমানের চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, ওষুধ, সিরামিক, মেলামাইন ও প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন করছে। আলজেরিয়ার বাজারে এসব বাংলাদেশি পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।  বাংলাদেশের এসব সম্ভাবনাময় শিল্পখাতে আলজেরিয়ার উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত রাবাহ লারবি এর সাথে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী আজ এ আহ্বান জানান। এসময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগসহ  শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর, রাসায়নিক সারসহ উদীয়মান শিল্পখাতে প্রযুক্তি হস্তান্তর,  দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদারসহ অন্যান্য ইস্যু আলোচনায় স্থান পায়।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, মুসলিম ভাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে আলজেরিয়ার সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলামিক সম্মেলন সংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিতে আলজেরিয়ার মূখ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলজিয়ার্সে ঐতিহাসিক সফরের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছে। নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে আগামী দিনে দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা -বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক  নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে এলএনজি, এলপিজি, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ও অলিভ অয়েলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, আলজেরিয়া এসব পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি করতে পারে। তিনি বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কূটনৈতিক প্রস্তাবনা দেয়ার জন্য রাষ্ট্রদূতকে পরামর্শ দেন। এর ভিত্তিতে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন,  দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর, শিল্পপণ্য আমদানি-রপ্তানিসহ সামগ্রিক বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে বাংলাদেশে প্রতিবছর আলজেরিয়া থেকে সার আমদানি করছে। বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে আগামী দিনেও আলজেরিয়া নিরবিচ্ছিন্নভাবে সার সরবরাহ করে যাবে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জনবল আলজেরিয়ার সার কারখানাগুলোতে দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করছে জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিশ্বমানের সার কারখানা স্থাপনে আলজেরিয়ার প্রযুক্তি, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে আলজেরিয়ার সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে আগ্রহী বলে তিনি জানান।

#

জলিল/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭০৯

**ইকোমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কর্মশালায় বাণিজ্যমন্ত্রী**

**কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ববাণিজ্যের সুযোগ কাজে লাগাতে সময় নষ্ট করা যাবে না**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বাংলাদেশও তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। কোভিড-১৯ শেষ হবার পর আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াবো, আমরা সেটা পারবো। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ববাণিজ্যের সুযোগ কাজে লাগাতে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে হবে। মন্ত্রী আরো বলেন, পরিবর্তিত এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাণিজ্যে অনেক কিছু হবে। নিজেদের সক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়ে বিশ্ববাণিজ্যে জায়গা করে নেয়ার সময় এসেছে। সময় নষ্ট না করে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এবং পরবর্তী সময়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্ব একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এ টাস্ক ফোর্স কাজ করে যাচ্ছে। আগামী এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম এফটিএ স্বাক্ষর করবে ভূটানের সাথে। এর পর পর্যায়ক্রমে বেশ কিছু দেশের সাথে এফটিএ স্বাক্ষর করবে বলে মন্ত্রী প্রত্যাশা করেন।

মন্ত্রী আজ ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম এবং রিসার্স এন্ড পলিসি ইনটিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‌্যাপিড) যৌথ ভাবে আয়োজিত অনলাইনে ‘কোভিড-১৯ এন্ড বাংলাদেশ ইকোনমি’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানের সময় এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক খাত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। রপ্তানি বাজারে শুধু তৈরি পোশাকের ওপর নির্ভর করে থাকলে আমাদের চলবে না। দেশের আইটি, ঔষধ, চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জনিয়ারিং, সিরামিক, বৈদ্যুতিক সামগ্রী রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য সরকার আন্তরিকতার সাথে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে, সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অতিসম্প্রতি চট্রগ্রামের মিরসরাই ইকোনমিক জোনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে বেজার ১০ একর জমির উপর এবং গাজীপুরের কালিয়াকৈরের বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক-এ ৫ একর জমির উপর দু’টি টেকনোলজি সেন্টার গড়ে তোলার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ টেকনোলজি সেন্টারে আধুনিক ডিজাইন ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা সম্ভব হবে। অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আশা করা যায় এ বছরের শেষে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম এর প্রেসিডেন্ট সাইফ ইসলাম দিলাল এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন র‌্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের গেষ্ট অফ অনার বিল্ড-এর চেয়ারম্যান আবুল কাশের খান এবং ডিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট সামস মাহমুদ।

#

বকসী/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৬৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭০৮

**কোরবানির পশুর হাটে ও কোরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি নির্দেশিকা**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

**হাট কমিটির জন্য নির্দেশনা :**

* হাট বসানোর জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা নির্বাচন করতে হবে। কোনো অবস্থায় বদ্ধ জায়গায় হাট বসানো যাবে না।
* হাট ইজারাদার কর্তৃক হাট বসানোর আগে মহামারি প্রতিরোধী সামগ্রী যেমন-মাস্ক, সাবান, জীবাণুমুক্তকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। পরিষ্কার পানি সরবরাহ ও হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল সাবান/সাধারণ সাবানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিরাপদ বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
* পশুর হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও হাট কমিটির সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। হাট কমিটির সকলের ব্যক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করা এবং মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
* হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশনা দিতে হবে। জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলো যেমন মাস্ক এর সঠিক ব্যবহার, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার, শারীরিক দূরত্ব, হাত ধোয়া, জীবাণুমুক্তকরণ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি সমূহ সার্বক্ষণিক মাইকে প্রচার করতে হবে।
* মাস্ক ছাড়া কোনো ক্রেতা-বিক্রেতা হাটের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। হাট কর্তৃপক্ষ চাইলে বিনামূল্যে মাস্ক সরবরাহ করতে পারেন বা এর মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন।
* প্রতিটি হাটে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ডিজিটাল পর্দায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করতে হবে।
* পশুর হাটে প্রবেশের জন্য গেট (প্রবেশপথ ও বাহিরপথ) নির্দিষ্ট করতে হবে।
* পর্যাপ্ত পানি ও ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পশুর বর্জ্য দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে। কোথাও জলাবদ্ধতা তৈরি করা যাবে না।
* প্রতিটি হাটে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক এক বা একাধিক ভ্রাম্যমাণ স্বেচ্ছাসেবী মেডিকেল টিম গঠন করে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মেডিকেল টিমের নিকট শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটার রাখা যেতে পারে, যাতে প্রয়োজনে হাটে আসা সন্দেহজনক করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে রোগীকে আলাদা করে রাখার জন্য প্রতিটি হাটে একটি আইসোলেশন ইউনিট (একটি আলাদা কক্ষ) রাখা যেতে পারে।
* একটি পশু থেকে আরেকটি পশু এমনভাবে রাখতে হবে যেন ক্রেতাগণ কমপক্ষে ৩ ফুট বা ২ হাত দুরত্ব বজায় রেখে পশু ক্রয় করতে পারেন।
* ভিড় এড়াতে মূল্য পরিশোধ ও হাসিল আদায় কাউন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
* মূল্য পরিশোধের সময় সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়ানোর সময়কাল যেন কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। লাইন ৩ ফুট বা কমপক্ষে ২ হাত দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে হবে। প্রয়োজনে রেখা টেনে বা গোল চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে।
* সকল পশু একত্রে হাটে প্রবেশ না করিয়ে, হাটের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পশু প্রবেশ করাতে হবে।
* প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে। অবশিষ্ট ক্রেতাগণ হাটের বাহিরে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অপেক্ষা করবেন। একটি পশু ক্রয়ের জন্য ১ বা ২ জনের বেশি ক্রেতা হাটে প্রবেশ করবেন না।

পাতা-২

* অনলাইনে পশু কেনা-বেচার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
* স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সকল কাজ নিশ্চিত করতে হবে।

**ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য নির্দেশনা :**

* ক্রেতা-বিক্রেতা সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে।
* সর্দি, কাশি, জ্বর বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে কেউ হাটে প্রবেশ করবেন না।
* শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থরা হাটে আসতে পারবেন না।
* পশুর হাটে প্রবেশের পূর্বে ও বাহির হবার সময় তরল সাবান/সাধারণ সাবান এবং পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে।
* মূল্য প্রদান এবং হাটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় কমপক্ষে ৩ ফুট বা দুই হাত দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়াতে হবে।
* হাট কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

**পশু কোরবানিকালীন নির্দেশনা :**

* পশু কোরবানির সময় প্রয়োজনের অধিক লোকজন একত্রিত হবেন না এবং কোরবানির মাংস সংগ্রহের জন্য একত্রে অধিক লোক চলাফেরা করতে পারবে না।
* পশুর চামড়া দ্রুত অপসারণ করতে হবে এবং কোরবানির নির্দিষ্ট স্থানটি ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ দিয়ে ভালোভাবে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।

#

সাইফুল/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭০৭

**জাপানের সহায়তায় পশ্চিমাঞ্চলের ২১ সেতু নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

জাপান সরকারের সহায়তায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ছোট-বড় একুশটি সেতু নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ করা হবে। প্রায় সাড়ে ছয়শ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুগুলো নির্মাণের লক্ষ্যে আজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

বনানীস্থ প্রকল্প অফিসে আজ সকালে চুক্তি সই অনুষ্ঠানে নিজ বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

চুক্তিপত্রে প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী আব্দুস সবুর এবং নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মৃত্যুঞ্জয় ঘোষাল নিজ নিজ পক্ষে সাক্ষর করেন। এসময় বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি এবং জাইকার বাংলাদেশ অফিস প্রধান ইউহো হায়াকাওয়া ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিলেন।

এসময় মন্ত্রী দেশের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে জাপানের অব্যাহত সহায়তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে বলেন, জাপান বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু। দু’দেশের সম্পর্ক সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে মেট্রোরেল রুট-৬ জাপানের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া জাপানের আর্থিক সহায়তায় নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতুর। চট্টগ্রাম থেকে দেশের পর্যটন তীর্থ কক্সবাজার পর্যন্ত মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণে জাপানের অর্থায়ন ইতোমধ্যে নীতিগত অনুমোদন হয়েছে বলে মন্ত্রী এসময় জানান।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে মেট্রোরেলের কাজ এগিয়ে নেয়ার অংশ হিসেবে করোনায় আক্রান্ত জনবলের চিকিৎসায় দুটি ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। মেট্রোরেলের নির্মিত ভায়াডাক্টের উপর রেললাইন ও বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে বলেও তিনি এসময় জানান।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সাধারণ সম্পাদক এসময় বলেন, মানুষের দুর্যোগ এবং কষ্টের সময় পাশে না দাঁড়িয়ে বিএনপি কথামালার ধারা বর্ষণ করে যাচ্ছে। বন্যা দুর্গত মানুষের সহায়তায় সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা তুলে ধরে তিনি বলেন, পানিবন্দী মানুষের মানবিক সহায়তার পাশাপাশি বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন ও কৃষিখাতসহ বিভিন্ন খাতে ক্ষতি পুষিয়ে দিতে নেয়া হচ্ছে গুচ্ছ পরিকল্পনা।

মন্ত্রী আরো বলেন, জাতীয় স্বার্থে সরকার যে কোনো গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানায়। বিরোধীদলের কেউ কেউ সামাজিক গণমাধ্যম এবং দেশ-বিদেশে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তা যুক্তিসঙ্গত নয়, এটি প্রকারান্তরে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার সামিল।

উল্লেখ্য, জাপানের অর্থায়নে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের তেইশটি জেলায় ছোট ও মাঝারি একষট্টিটি সেতু নির্মাণে ইতোপূর্বে গ্রহণ করা হয় ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রিজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের পঁচিশটি সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে এবং পয়ত্রিশটি সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হতে চলেছে। নতুন করে একুশটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগের ফলে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের সড়ক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে অর্থ সাশ্রয় হবে এবং ভ্রমণ সময় কমে আসবে।

চুক্তিসাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চন্দন কুমার দে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহরিয়ার হোসেনসহ প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাসের/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৬৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭০৬

**উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়ম বা দুর্নীতি হলে কঠোর ব্যবস্থা**

**-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

 উন্নয়ন প্রকল্পের কেনাকাটায় অনিয়ম বা দুর্নীতি করতে চাইলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং প্রয়োজনে চাকরিচ্যুত করা হবে বলে কর্মকর্তাদের সতর্ক করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোন রকম অনিয়ম বা দুর্নীতি করলে বা অনিয়মের উদ্দেশ্যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ দাম ধরলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে, প্রয়োজনে চাকরিচ্যুত করা হবে।

কৃষিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত অনলাইন সভায় এ কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান। এসময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন, কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ও অন্যান্য জিনিসসহ প্রকল্পের প্রত্যেকটা জিনিস বাস্তবে কেনার সময় ই-জিপির মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্রে কেনা হবে। ঠিকাদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। বাজার দরের চেয়ে বেশি দামে কেনার সুযোগ নেই। তাই কেউ যদি মনে করে থাকেন বেশি দাম লেখা আছে বা সে রকম সুযোগ আছে সেটাকে ব্যবহার করে কোন দুর্নীতি- অনিয়ম করবেন, সেটি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তিনি বলেন, কেউ যদি কেনাকাটায় অনিয়ম করতে চান, দুর্নীতি করতে চান, তাহলে চরম মূল্য দিতে হবে। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, স্বচ্ছতার সাথে ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পটি কৃষি খাতের একটি স্বপ্নের প্রজেক্ট। অনেক দিনের লালিত প্রজেক্ট। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিবান্ধব এ সরকারের কৃষিতে মূল লক্ষ্য হলো কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ করা। কৃষিকে অধিকতর লাভজনক করা। সেলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী গত অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য। যার মাধ্যমে হাওড়সহ সারাদেশ ধান কাটার জন্য কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার প্রভৃতি যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে। কৃষকেরা এসব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সফলভাবে বোরো ধান ঘরে তুলেছেন। এই ধারাবাহিকতায়, তিন হাজার ২০ কোটি টাকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পটি একনেকে পাশ হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে যুগান্তকারী পদক্ষপে নেয়া যাবে এবং চলতি অর্থবছরটি কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সভায় জানানো হয়, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৭৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল এক হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে এক হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৪ শতাংশ। করোনা উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে শতভাগ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব না হলেও জাতীয় গড় অগ্রগতি (৮০.২৮ শতাংশ) অপেক্ষা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি বেশী হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলমান ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট দুই হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।

#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭০৫

**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীনস্থ**

**দপ্তর ও সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) :

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে এর অধীনস্থ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)-এর ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো’র মহাপরিচালক মোঃ শামসুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান এবং বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইফুল ইসলাম বাদল চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবাইকে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কাজ করে এবং দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হবে।

#

রাশেদ/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ২৭০৪

**কোভিড ভ্যাকসিনের ন্যায্য ও সাশ্রয়ী প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ও সংহতি প্রয়োজন**

**-রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা**

নিউইয়র্ক, ২৩ জুলাই :

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন যে সকল দেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানে এর সাশ্রয়ী ও ন্যায্য বন্টন নিশ্চিতের কথা তুলে ধরেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। এক্ষেত্রে একটি ন্যায্যতাভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান জানান তিনি। বিভিন্ন দেশে কোভিড ভ্যাকসিন তৈরিতে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের অগ্রগতিসমূহকে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনকে ‘গ্লোবাল পাবলিক গুড’ হিসেবে পরিণত করতে নি:সন্দেহে সুদৃঢ় বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

আজ ‘কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের গবেষণা, উন্নয়ন, সরবরাহ এবং এর সমতাভিত্তিক বন্টন কাঠামো’ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল আলোচনায় বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। ইভেন্টটি যৌথভাবে আয়োজন করেন যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ ও জাতিসংঘ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লর্ড তারিক আহমেদ এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্স ফাউন্ডেশন এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও রাষ্ট্রদূত এলিজাবেথ কাউসেনস। অনুষ্ঠানটিতে কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য ভ্যাকসিনসমূহের সার্বজনীন প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে ব্রিফ করেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার টিকা, ভ্যাকসিন ও বায়োলজিক্যালস্ এর পরিচালক কেট ও ব্রায়েন এবং গ্যাভী (Gavi) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ম্যারি-অ্যাঞ্জে সারাকা-ইয়াও।

রাষ্ট্রদূত বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি আবারও জোরালোভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে এই বিশ্বের সকলে এক অপরের সাথে সংযুক্ত। অতএব, বৈশ্বিক এই স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি সতর্কতা ব্যক্ত করে বলেন, “আমরা যদি পুন:সংক্রমণ রোধ করতে চাই, তাহলে প্রস্তুতি, প্রতিরোধ ও পুনরুদ্ধার বিষয়ে আমাদেরকে একসাথে এবং কার্যকর বৈশ্বিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে”। এই মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় এবং দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে ভ্যাকসিনের অপরিসীম গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন তিনি। প্রফেসর সারাহ গিলবার্টের নেতৃত্বে কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন আবিষ্কারে অক্সফোর্ড জেনার ইনস্টিটিউট টিমের কাজের ভূয়সী প্রসংশা করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। কোভিড-১৯ এর একটি কার্যকর ও নিরাপদ ভ্যাকসিন তৈরির পদক্ষেপ হিসেবে অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনটির তৃতীয় ট্রায়াল সফলকাম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

গতমাসে যুক্তরাজ্য আয়োজিত একটি ভার্চুয়াল ভ্যাকসিন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উদাহরণ টেনে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, গ্যাভী, এবং অন্যান্য বেসরকারি অংশীদার গৃহীত ‘এসিটি অ্যাক্সিলেটর অ্যান্ড কোভাক্স ফ্যাসিলিটি’ পদক্ষেপটিতে বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ঔষধ শিল্পের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এসকল ঔষধ কোম্পানিগুলো আমাদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে ১৪৫টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুরসহ ওইসিডিভুক্ত দেশসমূহ। বাংলাদেশের বর্তমান চাহিদার তুলনায় দ্বিগুণ ভ্যাকসিন উৎপাদনে এসকল ঔষধ কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা ও সামর্থের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, যদি মেধাসত্ত্বের অধিকার অবলোপন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয় তবে বাংলাদেশি ঔষধ কোম্পানিগুলো বৈশ্বিক সরবরাহের জন্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে সক্ষম।

  #

পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১২১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৭০৩

**গত এক মাসে বিসিক শিল্পনগরিগুলোতে ৫৭ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ ( ২৩ জুলাই) :

গত এক মাসে বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে নতুন ৩১৩টি শিল্প ইউনিট চালুর পাশাপাশি ৫৭ হাজার ৫৯০ জনের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। চলমান করোনা পরিস্থিতিতে ৭২টি বিসিক শিল্পনগরীর পাঁচ হাজার ১৬৪টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে তিন হাজার ২১৪টি শিল্প ইউনিট চালু রয়েছে। এসব শিল্প-কারখানায় ছয় লাখ ৩৬ হাজার ৫৫৩ জনের মধ্যে চার লাখ ২২ হাজার ৯৮৫ জন কাজ করছে।

করোনা পরিস্থিতিতে বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালনের বিষয়টি মনিটরিং করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির তৃতীয় সভায় গতকাল এ তথ্য জানানো হয়।

সভায় বিসিকের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো থেকে প্রাপ্ত শিল্পনগরীর কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, শিল্পনগরীর অধিকাংশ শিল্প-কারখানায় সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ সচল রাখা সম্ভব হচ্ছে।

শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তাগিদ দেয়া হয়। এ বিষয়ে মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদারের নির্দেশনা দেয়া হয়। একই সাথে সকল শিল্প-কারখানায় থার্মাল স্ক্যানার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের ইমিউনিটি বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করারও পরামর্শ দেয়া হয়।

ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিসিকের পরিচালক মোঃ খলিলুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। এতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও উপসচিব নেপাল চন্দ্র কর্মকার, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ডা. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিসিক শিল্পনগরি শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন শেখসহ বিসিকের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন।

#

জলিল/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১২৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ২৭০২

**ঈদের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার সংবাদটি গুজব**

ঢাকা, ৮ শ্রাবণ ( ২৩ জুলাই) :

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা বোর্ড নামক ভূয়া ফেইসবুক পেইজ এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে ‘ঈদের পর সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার।’ সংবাদটি ভিত্তিহীন ও গুজব। এ ধরনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদের মাধ্যমে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সাথে সাথেই গণমাধ্যমে তা প্রচার করবে।

ঈদের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা বোর্ড নামে কোন বোর্ড নেই।

  #

খায়ের/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১২৪৮ ঘণ্টা